দৈনিক খবর

তারিখ 10 JUN 1990
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ৭ ...

মত

উ[illegible]তব্য বিষয় এবং পাঠ্যসূচীর পরিধি যতটা সম্ভব কমিয়ে আনা বাঞ্ছনীয়। হিসাবরক্ষণ এবং কারবার পদ্ধতি ও পত্রযোগাযোগ বিষয়ের জন্য ২শ' নম্বরের স্থলে যেখানে ১শ' নম্বর নির্ধারণ করা হয়েছে, সেখানে কর্তৃপক্ষের উচিত ছিলো নম্বর হ্রাসের সাথে সাথে পাঠ্য বিষয়ের পরিধিকেও যথা সম্ভব কমিয়ে আনা। কিন্তু কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে উদাসীনতার পরিচয় দিয়েছেন। কারণ, পরীক্ষার জন্য ১শ' নম্বর নির্ধারণ করা হলেও পঠিতব্য বিষয়বস্তু প্রায় পূর্বের মতই রয়ে গেছে। অথচ উচ্চতর গণিত, খাদ্য পরিপুষ্টি ও অন্যান্য ঐচ্ছিক বিষয়সমূহের পাঠ্যসূচীর বিষয়বস্তু বাণিজ্যিক বিষয়ের পাঠ্যসূচীর তুলনায় প্রায় অর্ধেক। মোটা কথা, উক্ত বিষয়ে নম্বর কমানো হলেও পাঠ্যসূচী পূর্বাবস্থায়ই রয়ে গেছে।

যুক্তির প্রশ্নে এটা যেমন অন্যায়, তেমনি অমানবিক। কেননা, কোমলমতি কিশোর ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষে লম্বা কোর্সের এই বিষয় আয়ত্ত করা খুবই কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনেক ছাত্র-ছাত্রী এ বিষয়ে উৎসাহ হারিয়ে ফেলছে এবং অন্য বিষয় নিয়ে অধ্যয়ন করার চিন্তা-ভাবনা করছে। অনেকে উক্ত বিষয় ইতিমধ্যে ছেড়েও দিয়েছে। এতে শুধু ছাত্র-ছাত্রীদেরই যে অসুবিধা হচ্ছে তা নয়, আধুনিক যুগের অতি প্রয়োজনীয় এ বিষয়ে উচ্চতর ডিগ্রী লাভও কঠিন হয়ে দাঁড়াবে বলে আশংকা প্রকাশের যথেষ্ট কারণ রয়েছে। দেশ ও জাতির সুদূরপ্রসারী এই ক্ষতি সম্পর্কে কর্তৃপক্ষ কতটা সচেতন আমরা জানি না। তবে শিক্ষা তথা দেশের সার্বিক স্বার্থের বিবেচনায় কর্তৃপক্ষের উচিত, আলোচ্য বিষয়ের (হিসাব রক্ষণ এবং কারবার পদ্ধতি ও পত্রযোগাযোগ) পাঠ্যসূচীর বিষয়বস্তু যথা সম্ভব কমিয়ে আনা। কর্তৃপক্ষ সহানুভূতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি সহকারে বিষয়টি বিবেচনা করে দেখবেন বলে আমার আন্তরিক প্রত্যাশা। এ ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আশু হস্তক্ষেপ কামনা করছি।

নূর মোহাম্মদ
সহকারী শিক্ষক
মোহাম্মদপুর সরকারী
উচ্চ বিদ্যালয়
মোহাম্মদপুর, ঢাকা।